জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী

নেপবার্তা

অর্ধবার্ষিক প্রকাশনা ◗ ২২শ বর্ষ ◗ ১ম সংখ্যা ◗ জানুয়ারি ২০১৯

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ শাহ আলম
মহাপরিচালক

উপদেষ্টা
মোঃ ইউসুফ আলী
পরিচালক

সম্পাদনা পর্ষদ
মোহাম্মদ আলফাজ উদ্দিন
বিশেষজ্ঞ
শেলী দত্ত
বিশেষজ্ঞ
মনোয়ারা বেগম
সহকারী বিশেষজ্ঞ
মো. নজরুল ইসলাম
সহকারী বিশেষজ্ঞ
মোহাম্মদ আবু বকর ছিদ্দিক
সহকারী বিশেষজ্ঞ

প্রসঙ্গ কথা

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) একটি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নেপ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অনলাইন ডিপিএড এডমিশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, পিটিআইসমূহের সাথে অনলাইন মনিটরিং ও মতবিনিময়, নেপ ক্যাম্পাস সিসি ক্যামেরার আওতাভুক্তকরণ, প্রশিক্ষণোত্তর কর্মপরিকল্পনা সংগ্রহ ও বাস্তবায়ন তদারকি, পিটিআইতে অনলাইন ভর্তি ও বদলী, প্রতিটি পিটিআই-তে রিসার্চ হাব স্থাপন পরিকল্পনা গ্রহণ, নেপ এ বায়োমেট্রিক এটেনডেন্স সিস্টেম সংযোজন, বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৩০ দিন থেকে ৪৫ দিনে উন্নীতকরণ, প্রশিক্ষণার্থীদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন, ওয়েব পোর্টাল এবং ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে যাবতীয় তথ্যসেবা প্রদান ও নেপ ক্যাম্পাসে ওয়াইফাই সেবা সংযোজন।

নেপ এর সাম্প্রতিক অর্জনসমূহের মধ্যে আরও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নেপ এর ক্যাম্পাস সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একাডেমী সংলগ্ন ১.৪১৫ একর অকৃষি খাস জমি স্থায়ী বন্দোবস্ত গ্রহণ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ১৫তলা বিশিষ্ট নেপ ডরমিটরি কাম রেস্ট হাউস ভবন নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং নেপ এর সাংবাৎসরিক প্রশিক্ষণ বাজেট দ্বিগুণেরও (৮০ লক্ষ টাকা থেকে ২ কোটি টাকা) বেশিতে উন্নীতকরণ। নেপ এর নিয়মিত প্রকাশনা হিসেবে নেপ একটি বার্ষিক জার্নাল এবং দুটি অর্ধবার্ষিক 'নেপ বার্তা' প্রকাশ করে থাকে। এবারের নেপ বার্তায় রয়েছে বোর্ড অব গভর্নরস্ সংবাদ, বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন সংবাদ, প্রশিক্ষণের তথ্যাবলি ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সচিব হিসেবে জনাব মোঃ আকরাম-আল- হোসেন এর যোগদান সংবাদ।

'নেপ বার্তা' প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশনের পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম ধারণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। তাই এর উৎকর্ষ সাধনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সুচিন্তিত মতামত, সমালোচনা ও পরামর্শ আমাদের প্রকাশনাকে আরো সমৃদ্ধ করবে।

মোঃ শাহ আলম
মহাপরিচালক

সভায় সভাপতিত্ব করছেন জনাব মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান, চেয়ারম্যান, নেপ বোর্ড অব গভর্নরস ও সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

বোর্ড অব গভর্নরস সভার সংবাদ

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) বোর্ড অব গভর্নরস এর ৩৪তম সভা গত ৮ জুলাই, ২০১৮ তারিখ রবিবার বেলা ৩.০০টায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান, চেয়ারম্যান, নেপ বোর্ড অব গভর্নরস এবং সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। উক্ত সভায় বোর্ড অব গভর্নরস এর সদস্য সচিব ও নেপ এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলমসহ অন্যান্য সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ৫টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তসমূহ হলো কোনো সংশোধনী না থাকায় ৩৩তম বিওজি সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃরীকরণ করা হয় এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিতে সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। এ ছাড়া নেপ এবং পিটিআইসমূহের অনলাইন আর্থিক লেনদেন সহজ ও দ্রুততর এর বিষয় টেলিটক এবং রূপালি ব্যাংক শিওর ক্যাশ কর্তৃপক্ষের মধ্যে আর্থিকভাবে সাশ্রয়ী বিবেচিত হওয়ায় রূপালি ব্যাংক শিওর ক্যাশের সাথে নেপ এবং পিটিআইসমূহের চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে সভায় অনুমোদন প্রদান করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী শিক্ষার্থী ভর্তি, বদলী ও আর্থিক লেনদেন সম্পাদন সহজতর হয়েছে।

সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারগণের প্রশিক্ষণ

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জনাব এ.এফ.এম. হায়াতুল্লাহ, যুগ্ম সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

বর্তমান সরকার সকলের জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে দেশের ৬৪ টি জেলার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন।

প্রাথমিক শিক্ষাকে সুশৃঙ্খল ও গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক ও একাডেমিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রয়োজন সুশাসন, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা। প্রাথমিক শিক্ষায় জেলা পর্যায়ের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে বর্তমান শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারগণের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

এ বাস্তবতার আলোকে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারগণের পাঁচ দিনব্যাপী 'সুশাসন, আইসিটি ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্প্রতি সমাপ্ত করেছে। প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৩- ০৭ নভেম্বর ২০১৮। এই প্রশিক্ষণে মোট ২৭ জন সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের মূল উদ্দেশ্য হলোঃ পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা, সুশাসন সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান ও বাস্তবায়ন, কর্মক্ষেত্রে গতিশীলতার জন্য আইসিটি এর কার্যকর ব্যবহার এবং সার্থক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার বিভিন্ন কৌশল আয়ত্তকরণ।

প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুঃ মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে এডিপিওগণের ভূমিকা, নেতৃত্ব ও সুশাসন, চাকরির বিধানাবলী, বিভাগীয় মামলা পরিচালনা, পেনশন কেস নিষ্পত্তি, তথ্য অধিকার আইন, দুর্নীতি ও দুর্নীতি প্রতিরোধে করণীয়, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস্, নথি ব্যবস্থাপনা, ডিপিএড প্রোগ্রাম এবং কর্মক্ষেত্রে ও বিদ্যালয়ে আইসিটির ব্যবহার। প্রতিদিন ০৪ টি করে মোট ২০ টি অধিবেশন পরিচালনা করা হয়। এই প্রশিক্ষণ কোর্সে নেপ এর অনুষদ সদস্যবৃন্দ ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিগণ তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে অধিবেশন পরিচালনা করে থাকেন। এই প্রশিক্ষণ কোর্সে কোর্স পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোঃ নবী হোসেন তালুকদার, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, এবং কোর্স সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন জনাব খ.ম. অহিদুজ্জামান, সহকারী বিশেষজ্ঞ এবং জনাব শাহনাজ বেগম, সহকারী বিশেষজ্ঞ, নেপ।

জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন এর সচিব হিসেবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যোগদান

জনাব মোঃ আকরাম-আল হোসেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সচিব হিসেবে যোগদান করেন গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে। এর আগে তিনি ২০১৬ সাল হতে ৮ মে ২০১৮ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জনাব মোঃ আকরাম আল-হোসেন ১৯৬১ সালের ০১ নভেম্বর মাগুরা জেলার সদর উপজেলার হাজিপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মোঃ আলতাফ হোসেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভের পর ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারে সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে চাকুরিতে যোগদান করেন। তিনি মাঠ প্রশাসনের বিভিন্ন পদে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পরিবেশ ও বন মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব, একান্ত সচিব, জাতীয় সংসদের উপনেতা এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের উপসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
তিনি বাংলাদেশ ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত। তাঁর স্ত্রী খন্দকার ফেরদৌসী আক্তার একজন গৃহিনী এবং তিনি এক পুত্র ও দুই কন্যা সন্তানের জনক।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সচিব হিসেবে যোগদানের পর থেকে তিনি প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্নরকম উদ্ভাবনীমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। শিক্ষার্থীদের পঠন ও লিখন শৈলী বৃদ্ধি করার জন্য তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি নির্দেশনা দিয়েছেন। তার মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো:-

- প্রতিদিন বাংলা ও ইংরেজি বই থেকে একটি প্যারা/পৃষ্ঠা পঠন;
- প্রতিদিন এক পৃষ্ঠা হাতের লেখা লিখে শিক্ষকদেরকে দেখানো;
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে উচ্চারণ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা;
- প্রতিদিন প্রতি শিক্ষার্থীকে ন্যূনতম একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি শব্দ বলা, পড়া ও লেখা শেখানো ইত্যাদি;
- সারা দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নেপ কর্তৃক Time bound lesson plan তৈরি করা হয়েছে, যার আওতায় দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিটি ক্লাসে একই সময়ে একই বিষয় পড়ানো হবে;
- প্রাথমিক শিক্ষায় একীভূততা নিশ্চিত করার স্বার্থে মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও উন্নয়ন সংস্থার সাথে নিবিড়ভাবে যোগাযোগের মাধ্যমে কাজ করেছেন।
- অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সূচনা ফাউন্ডেশনের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন।

Sustainable Development Goal-4 (SDG-4), অর্জনের জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশবান্ধব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করেন:-

- শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা;
- সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করা;
- বিদ্যালয়ের বহিরাঙ্গনের পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা;
- সাপ্তাহিক পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম প্রতি বৃহস্পতিবার ক্লাস রুটিনে অন্তর্ভুক্ত করা ও বাস্তবায়ন করা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য উপস্থাপন করছেন জনাব মো. শাহ আলম, মহাপরিচালক, নেপ

পিটিআই সুপারিনটেনডেন্টগণের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও পিটিআই ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

পিটিআই সুপারিনটেনডেন্টগণের ১৪-১৬ নভেম্বর ২০১৮, তিনদিনব্যাপী বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও পিটিআই ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

পিটিআই সুপারিনটেনডেন্টগণের জন্য এ প্রশিক্ষণে Online DPEd Admission System, Linkage between Developed Software and Sure-cash, E-filing, Ways of monitoring techniques for different Term-Based Activities of DPEd-course, Sharing Experiences & Ideas, National Integrity Strategies & Accountability, Planning for implementation of annual PTI activities এবং ডিপিএড এর পরিমার্জিত মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নসহ মানসম্মত উপায়ে সুষ্ঠুভাবে ডিপিএড প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের নানাবিধ কলাকৌশল সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হয়। প্রশিক্ষণে তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন- জনাব রঙ্গলাল রায়, ঊর্ধতন বিশেষজ্ঞ; জনাব শারমিন হক, প্রফেসর, আই.ই.আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; জনাব দিলীপ কুমার সরকার প্রোগ্রামার নেপ, জনাব সওগাতুল ইসলাম, সিইও, ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি, বাংলাদেশ লিমিটেড এবং মো. রাশেদুল ইসলাম, সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি, বাংলাদেশ লিমিটেড এবং জনাব মো. শফিকুল ইসলাম, সহকারী ভাইস প্রেসিডেন্ট, ডাইরেক্ট সেলস এবং ডিস্ট্রিবিউশন, শিওর ক্যাশ এবং এ. এইচ. এম. লোকমান, প্রধান নির্বাহী, জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ প্রমুখ। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীর মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম পিটিআই এর বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করেন।

দুটি ব্যাচে মোট ৬৬ জন সুপারিনটেনডেন্ট অংশগ্রহণ করেন। একটি ব্যাচে কোর্স পরিচালক ছিলেন জনাব মো. আব্দুল হাই ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ এবং কোর্স সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব শামসুদ্দিন আহমেদ, সহকারী বিশেষজ্ঞ এবং খ.ম. ওয়াহিদুজ্জামান, সহকারী বিশেষজ্ঞ। অপর ব্যাচে কোর্স পরিচালক ছিলেন ড. সুজন কুমার সরকার ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ এবং কোর্স সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব মো. নজরুল ইসলাম, সহকারী বিশেষজ্ঞ এবং জনাব মো. মাজাহারুল ইসলাম খান, সহকারী বিশেষজ্ঞ, নেপ, ময়মনসিংহ।

শৃঙ্খলা জীবনকে সমৃদ্ধ করে। লোহা ও চুম্বকের রাসায়নিক উপাদান এক হলেও সুশৃঙ্খল আনবিক বিন্যাসের কারনে চুম্বকের রয়েছে আকর্ষণী শক্তি যা লোহার নেই। -তথ্যসূত্র: কোয়ান্টাম কণিকা

চেহারায়, দৈহিক গড়নে বা বাহ্যিক লেবাসে নয়, মডেল তিনিই যার গুণগুলোকে অনুসরণ করা যায়। -তথ্যসূত্র: কোয়ান্টাম কণিকা

সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। এ মূল্যবান সময় কখনোই অন্যের ছিদ্রান্বেষণে অপচয় করবেন না। একে গঠনমূলক কাজে ব্যয় করুন। -তথ্যসূত্র: কোয়ান্টাম কণিকা

প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগীয় মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্য বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মতবিনিময় করছেন প্রধান অতিথি জনাব মোঃ আকরাম আল-হোসেন, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের দক্ষতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি। কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেক কর্মকর্তা তাঁর অর্জিত একাডেমিক জ্ঞান ও পেশাগত জ্ঞানের কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারেন। এই দক্ষ জনবল তৈরির জন্য প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। চাকরিতে যোগদানের পর পেশাগত দায়িত্বসমূহ সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্য প্রত্যেক কর্মকর্তার বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রত্যেক কর্মকর্তাকে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের মাধ্যমে নিজের কাজের প্রতি অধিকতর আন্তরিক, সৃষ্টিশীল, দক্ষ ও নেতৃত্ব সৃষ্টিতে সহায়তা করে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগীয় মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, সুপারিনটেনডেন্ট, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, পিটি আই ইন্সট্রাক্টর, ইউ আরসি-ইন্সট্রাক্টরগণের জন্য জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) প্রতি বছর বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), গত ১০ নভেম্বর- ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৮ 'প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগীয় মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের (৮ম ব্যাচ) আয়োজন করেছে। প্রধান অতিথি হিসেবে উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের শুভ উদ্বোধন করেন ময়মনসিংহ বিভাগের সম্মানিত বিভাগীয় কমিশনার জনাব মাহমুদ হাসান এবং সভাপতিত্ব করেন জনব মোঃ শাহ আলম, মহাপরিচালক, নেপ। প্রধান অতিথি প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন এবং মহাপরিচালক, নেপ তাদের পেশাগত দায়িত্ব যথাযথ ও আন্তরিকভাবে পালনের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। ৪০ জন পিটি আই ইন্সট্রাক্টর ও ইউ আর সি ইন্সট্রাক্টর এই বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের মূল উদ্দেশ্য- দক্ষ, সৃজনশীল, কর্মঠ ও ব্যক্তিত্ববান কর্মকর্তা হিসেবে গড়ে তোলা, যাতে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে প্রত্যেক কর্মকর্তা তার উপর অর্পিত দায়িত্ব কর্তব্য দক্ষতার সাথে পালন করতে সক্ষম হন।

ময়মনসিংহ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিভাগীয় কমিশনার জনাব মাহমুদ হাসানকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন জনাব মোঃ শাহ আলম, মহাপরিচালক, নেপ।

মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকারীকে ডিজি অ্যাওয়ার্ড তুলে দিচ্ছেন জনাব মোঃ শাহ আলম, মহাপরিচালক, নেপ।

প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুঃ ৪৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের সেশন কার্যক্রম মোট ১০টি মডিউলের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। মডিউলসমূহ ১. প্রাথমিক শিক্ষা ২. প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও ডিপিএড শিক্ষাক্রম ৩. শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল ৪. চাকরির বিধানাবলী ৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনা ৬. অফিস ব্যবস্থাপনা ৭. একাডেমিক তত্ত্বাবধান, পরিদর্শন ও সামাজিক সচেতনতা ৮. সুশাসন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ৯. যোগাযোগ ও আই সিটি দক্ষতা ১০. সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি। এ মডিউলগুলোর আলোকে মোট ১৩৬টি সেশন পরিচালিত হয় এবং শেষে একটি করে মডিউলভিত্তিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ৪৫ দিনব্যাপী এ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে নেপ এর অনুষদ সদস্যবৃন্দ ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তথ্যজ্ঞ ব্যক্তিগণ অধিবেশন পরিচালনা করে থাকেন। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে (৮ম ব্যাচ) মেধা তালিকায় ১ম স্থান ও ডিজি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন জনাব আক্তার সানজিদা জাফর পপি, ইন্সট্রাক্টর, ইউ আর সি, পেকুয়া কক্সবাজার। ২য় স্থান অধিকারী জনাব সজল কান্তি বড়ুয়া, ইন্সট্রাক্টর (কম্পিউটার সায়েন্স), পিটিআই, কক্সবাজার ও ৩য় স্থান অধিকারী জনাব আব্দুল্লাহ আল সাখাওয়াত, ইন্সট্রাক্টর (কম্পিউটার সায়েন্স) পিটিআই, পাবনা। এই প্রশিক্ষণে কোর্স পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব সুলতান আহমেদ, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, নেপ। কোর্স সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন, সহকারী বিশেষজ্ঞ; জনাব মোহাম্মদ আবুবকর ছিদ্দিক, সহকারী বিশেষজ্ঞ এবং জনাব নিশাত জাহান জ্যোতি, সহকারী বিশেষজ্ঞ, নেপ।

লক্ষ্যের ছবি যখন মনে গেঁথে যায়, তখন তা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই জীবনকে পরিচালিত করে। নিজের জীবনে তাকালে দেখবেন সচেতন বা অবচেতনভাবে যা কল্পনা করেছেন, বিশ্বাস করেছেন, বাস্তবে তাই অর্জন করেছেন। -তথ্যসূত্র: কোয়ান্টাম কণিকা

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট ড. তরুণ কান্তি শিকদার, অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

নবনিযুক্ত প্রধান শিক্ষকগণের ওরিয়েন্টেশন কোর্স সম্পন্ন

রাজস্ব বাজেট থেকে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) এ অনুষ্ঠিত হলো নবনিযুক্ত প্রধান শিক্ষকগণের ওরিয়েন্টেশন কোর্স। ৬টি ব্যাচে মোট ২৪০ জন প্রধান শিক্ষকের ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন হয়েছে। কোর্সের মেয়াদ ছিল ১৫ দিন। প্রথম ব্যাচ শুরু হয়েছিল ১৪ জুলাই ২০১৮খ্রিঃ এবং ষষ্ঠ ব্যাচ শেষ হয়েছে ১৫ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ। কোর্সটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল প্রশিক্ষণার্থীদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি, নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশ করা ও সুষম ব্যক্তিত্ব গঠন। এ ছাড়া দেশ ও জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্বন্ধে জানিয়ে তাদের ভেতর দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলাও এই কোর্সের উদ্দেশ্য ছিল। প্রতি কোর্সের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন একজন কোর্স পরিচালক ও দুইজন কোর্স সমন্বয়ক এবং সবগুলো কোর্সের সার্বিক পরামর্শক হিসেবে ছিলেন জনাব মোঃ শাহ আলম, মহাপরিচালক, নেপ। কোর্সের বিষয়বস্তু ছিল-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম, প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, শিক্ষানীতি-২০১০, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন-১৯৯০, প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় যোগ্যতাভিত্তিক টেস্ট আইটেম প্রণয়ন, প্রাথমিক শিক্ষা কাঠামো ও প্রধান শিক্ষকগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য, শিক্ষোপকরণ, এস ডি জি এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষায় উদ্ভাবন এবং স্বপ্নের বিদ্যালয়, ডি পি এড, পাবলিক সার্ভিস আইন, সার্ভিস বুক, এ সি আর লিখন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মানব সম্পদ এবং শিখন-শেখানো ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। নেপ এর অনুষদ সদস্যগণ ও অতিথি বক্তাগণ প্রতি কোর্সে ৯০টি অধিবেশনের মাধ্যমে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন। সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারীদেরকে নেপ থেকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সার্বিক বিবেচনায় ও বিভিন্ন মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণার্থীদের মেধা তালিকা করা হয়। ১০জনের মেধা তালিকায় যিনি প্রথম হয়েছেন তাকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। চাকরি জীবনের শুরুতেই এরকম একটি ওরিয়েন্টেশন কোর্স বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালনকে সহজ ও সাবলীল করবে। তারা বিদ্যালয়ের উন্নয়নে আরও দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারবেন বলে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে মঞ্চে প্রধান অতিথি হিসেবে উপবিষ্ট জনাব মোঃ ইউসুফ আলী, পরিচালক, নেপ।

জাতীয় শোক দিবস উদ্‌যাপন

জাতীয় শোক দিবস উদ্‌যাপনের জন্য ১৫ আগস্ট সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় প্রাথমিক একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ এর প্রশাসনিক ভবন এবং মহাপরিচালক নেপ এর বাংলোতে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করার মধ্য দিয়ে নেপ-এ দিনব্যাপী জাতীয় শোক দিবস উদ্‌যাপন শুরু হয়। সকাল ১০ টায় নেপ এর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব মো. ইউসুফ আলী নেপ অনুষদ সদস্যদের নিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। সোয়া দশটায় পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও গীতা পাঠের মধ্য দিয়ে আলোচনা সভা শুরু হয়। সভার শুরুতে সূচনা বক্তব্য রাখেন জনাব সুলতান আহমেদ, আহবায়ক, জাতীয় শোক দিবস উদ্‌যাপন কমিটি। জনাব আহমেদ বঙ্গবন্ধুকে মহান নেতা উল্লেখ করে বলেন কেবল তাঁর কারণে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। ভাষা অনুষদ প্রধান ড. আরেফিনা বেগম বঙ্গবন্ধুর ওপর একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। জনাব বেগম তাঁর প্রবন্ধে বঙ্গবন্ধুর শৈশব ও কৈশোরকালীন রাজনৈতিক কার্যক্রম ও উদার মানসিকতা, ছাত্র জীবনে রাজনীতিতে সংশ্লিষ্টতা ও কারাবরণ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার, আওয়ামী মুসলিমলীগে বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন, যুক্তফ্রন্ট গঠন, ছয়দফা দাবী উপস্থাপন, উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান, ১৯৭১ এর নির্বাচন, স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের উদাত্ত আহবান ও স্বাধীনতার ঘোষণা ইত্যাদি বিষয় অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। ড. আরেফিনা স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ গঠনে বঙ্গবন্ধুর গৃহীত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধে আরো উল্লেখ করেন, ঠিক যখনই জাতির জনকের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বনির্ভরতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তখনই বাংলাদেশের কতিপয় বিপথগামী সেনাসদস্য স্বাধীনতা বিরোধীদের ছত্রছায়ায় স্বাধীনতার মহান স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালিকে ১৫ আগস্টের উষালগ্নে সপরিবারে হত্যা করে। জাতির এ কলঙ্ক অমোচনীয়। তাঁর উপস্থাপিত প্রবন্ধে তিনি দলমত নির্বিশেষে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নিরলসভাবে কাজ করার আহবান জানান।

প্রধান অতিথির ভাষণে জনাব মো. ইউসুফ আলী, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) শৈশবকাল থেকে রাষ্ট্রপতি হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী কর্মকাণ্ডের নাতিদীর্ঘ বর্ণনা দেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় সংবিধানবিহীন পাকিস্তানী শাসক পাকিস্তানের নিরাপত্তা বলয় তৈরি করেছিলেন। সে সময় পূর্বপাকিস্তানের সীমান্ত ছিল অরক্ষিত। ১৯৭১ সালের নির্বাচনে আওয়ামীলীগ নিরংকুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে। তারপরও তদানীন্তন পাকিস্তানি শাসকরা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর কালবিলম্ব করে যুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালিদের নির্বাচনী রায়কে ভণ্ডুল করে সামরিক শাসন কায়েম করতে চেয়েছিল। রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার অধিকারী মহান নেতা, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক তা বুঝতে পেরে ৭ মার্চ স্বাধীনতার ডাক দিলেন এবং আমরা বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা স্বাধীনতার জন্য ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন করলাম মহান স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুই কেবল স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখাতে ও তা বাস্তবে রূপ দিতে পেরেছেন। বাঙালি জাতি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি অমর, তিনি চিরঞ্জীব। স্বাধীনতা উত্তর যুদ্ধবিপর্যস্ত বাংলাদেশকে স্বনির্ভর সোনার বাংলা গড়ার জন্য তিনি আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ ব্যক্তিগত রাজনৈতিক সম্পর্ক ও কৌশল প্রয়োগ করে বিপুল সাহায্য, অনুদান ও সহযোগিতার মাধ্যমে যখন তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়িত করতে যাচ্ছিলেন তখনই আজকের দিনের শোকাবহ ঘটনা ঘটে-বাঙালি জাতি হয়েছিল বাকরুদ্ধ। আজও জাতি সে শোক ভুলতে পারে নি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না। আমরা এ শোককে শক্তিতে রূপান্তর করে বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলবো-এ হোক আমাদের প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞা। এ অনুষ্ঠান আয়োজন, বাস্তবায়ন ও সকলের উপস্থিতির জন্য তিনি ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন জনাব মনোয়ারা বেগম, সহকারী বিশেষজ্ঞ, নেপ, ময়মনসিংহ। সবশেষে জাতির জনক ও ১৫ আগস্টে সকল শহিদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া কামনার মধ্য দিয়ে জাতীয় শোক দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম এবং নেপ স্টাফ সদস্যবৃন্দ।

আলোচনা সভায় সভাপতির আসনে উপবিষ্ট জনাব মোঃ শাহ আলম, মহাপরিচালক, নেপ।

'১৬ ডিসেম্বর' মহান বিজয় দিবস। ১৯৭১ সালের এদিনে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বিশ্বে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের। সে থেকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। গোটা দেশের মানুষ উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দিবসটি উদ্‌যাপন করে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিবারের মতো এবারও জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)এ উদ্‌যাপিত হলো 'মহান বিজয় দিবস'। দিনটির কর্মসূচির মধ্যে ছিল সকাল ৬.০০টায় নেপ এর মহাপরিচালক জনাব মো: শাহ আলমের নেতৃত্বে সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে ময়মনসিংহ শম্ভুগঞ্জ ব্রীজের স্মৃতিসৌধে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ। এছাড়াও সকাল ১১.০০টায় ছিল নেপ এর অডিটোরিয়ামে মহান বিজয় দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান। আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মো: শাহ আলম, মহাপরিচালক, নেপ। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও গীতা থেকে পাঠের মাধ্যমে শুরু হয় আলোচনা অনুষ্ঠান। এরপর ছোট্ট শিশু মাইশা তাফান্নুর 'স্বাধীনতার ছড়া' পাঠ করে। 'আমার দেশ, আমার অহংকার'-এ বিষয়ের উপর প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব মীর মো: আরিফুর রহমান, বিশেষজ্ঞ। এছাড়াও বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মো: ইউসুফ আলী পরিচালক, জনাব তাহমিনা আক্তার উপপরিচালক (প্রশাসন), জনাব সুলতান আহমেদ, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ ও আহবায়ক, বিজয় দিবস উদ্‌যাপন কমিটি, ড. সুজন কুমার সরকার, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জনাব এ. কে. এম মনিরুল হাসান, উপপরিচালক (মূল্যায়ন), ড. রবিউল ইসলাম, সহকারী বিশেষজ্ঞ, জনাব মো: রফিকুল ইসলাম, সহকারী লাইব্রেরিয়ান, জনাব রকিবুল ইসলাম, ইন্সট্রাক্টর, গাইবান্ধা পিটিআই ও প্রশিক্ষণার্থী, ফাউন্ডেশন কোর্স। সকলেই বিজয় দিবসের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে সভাপতি জনাব মো: শাহ আলম, মহাপরিচালক পূর্ববর্তী বক্তা ও উপস্থিত সবাইকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। তিনি বাঙালির অধিকার আদায়ে তৎকালীন সময়ে স্বাধীনতার যে প্রয়োজন ছিল এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি আরো বলেন আজকের আমাদের যে অবস্থান তা স্বাধীনতা আন্দোলনে বিজয় অর্জিত হয়েছিল বলেই সম্ভব হয়েছে। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর সুযোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকল বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণে যে অবদান রেখেছেন তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন এবং শহিদদের রক্তের ঋণ পরিশোধের জন্য নিজ নিজ করণীয় দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের জন্যও আহবান জানান। সবশেষে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

আলোচনা অনুষ্ঠানের পর ছিল শহিদদের আত্মার শান্তি কামনায় দোয়া মাহফিল। দোয়া পরিচালনা করেন জনাব মো: এহসানুল হক, ইমাম, নেপ। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন জনাব শাহিনা ইয়াসমিন, সহকারী বিশেষজ্ঞ।

উন্নয়নের অভিযাত্রায় অদম্য : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

ড. তরুণ কান্তি শিকদার
অতিরিক্ত সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এককভাবে ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। "সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র, (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য; (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য; (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য; কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ কবিবেন"।

দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলাদেশ অর্জন করে স্বাধীনতা। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সোনার বাংলার নতুন প্রজন্মকে মানব সম্পদে পরিণত করে তুলতে সংবিধানে বাধ্যতামূলক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তাঁর মতে, "শিক্ষিত জনশক্তি দেশের সম্পদ। আমি বাংলাদেশে এমন শিক্ষার প্রসার চাই যা দ্বারা প্রতিটি নাগরিক দেশের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তুলতে পারবে"। জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জাতির পিতার স্বপ্ন ও এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় রূপকল্প নির্ধারণ করেছে "সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা"। আর "অভিলক্ষ্য" প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ"।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বিগত নয় বছরে উন্নয়নের পথে ব্যাপক সাফল্য গাথা রচিত হয়েছে। শিক্ষা প্রতিটি দেশের নাগরিকের মৌলিক অধিকার। শিক্ষিত জাতি একটি সমৃদ্ধশালী দেশ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রার সফল বাস্তবায়নের পর সারাবিশ্ব এখন ২০৩০ খ্রিস্টাব্দের এসডিজি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বদ্ধপরিকর। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিটি শিশুর জন্য জীবনব্যাপী ও গুণগত শিক্ষার বিস্তরণে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যার মূল লক্ষ্য প্রতিটি ভবিষ্যৎ নাগরিককে মানবসম্পদে পরিণত করা। বিগত নয় বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় এই মন্ত্রণালয়ের গৃহীত গণমুখী উদ্যোগ এবং তার সফল বাস্তবায়নের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

বই উৎসবঃ বই শিশুদের নিত্য অনুসঙ্গ । বছরের প্রথমে নতুন বইয়ের এর গন্ধ প্রতিটি শিশুকে নিঃসন্দেহে আমোদিত করে। এই উপলব্ধি থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১লা জানুয়ারি শিশুদের মধ্যে নতুন বই বিতরণ শুরু হয়। শিশুদের সন্তুষ্টির কথা বিবেচনায় এনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে শতভাগ রঙিন বই প্রদান শুরু করেন। ২০১৮ শিক্ষাবর্ষে ১লা জানুয়ারি প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিশু শিক্ষার্থীকে ১১,০৫,৯৭,৮২২টি বই বিতরণ করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় বই মুদ্রণঃ বই বিতরণের উৎসবে এ বছরে নতুন সংযোজন হয়েছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, সাদরী শিশুদের জন্য তাদের নিজস্ব বর্ণমালায় বই মুদ্রণ ও বিতরণ। এই সব শিশুদের মাঝে ৮৮ ধরনের পঠন-পাঠন সামগ্রী বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, দেশের বাইরে অবস্থিত বাংলা ভাষাভাষী স্কুলসমূহে পররাষ্ট্র মন্ত্রণ্যলয়ের মাধ্যমে বই প্রেরণ করা হয়।

শিক্ষানীতিঃ স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু একটি সমন্বিত শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। ১৯৭৪ সালে এই কমিশন রিপোর্ট প্রদান করলেও জাতির পিতার নৃশংস হত্যাকান্ডের ফলে এই রিপোর্ট কালের অন্ধকারে চলে যায়। এরপর নানান চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ২০১০ খ্রিস্টাব্দে মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়ন ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, কুসংস্কারমুক্ত দেশপ্রেমিক নাগরিক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়। এই শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষাকে সম্পূর্ণ অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক ও ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করা হয়। যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বিদ্যালয় জাতীয়করণঃ ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে Taking over Act-1974 এর আওতায় প্রজ্ঞাপন মূলে ৩৬১৯৫টি স্কুল ও তার সম্পদ ও শিক্ষকসহ বিদ্যালয়গুলো জাতীয়করণ করেন। সেই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১২ খ্রিস্টাব্দে ২৬১৯৩টি স্কুল জাতীয়করণের ঘোষণা দেন। যার কার্যক্রম প্রায় শেষ। একই সঙ্গে ১ ,১১,০৪৩ জন শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ করা হয়েছে। এছাড়া ২০০৯ থেকে ২০১৮ সময়কালে মোট ১৭৯,৭১৭ জন শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া তিনটি পার্বত্য জেলার জন্য ২২৮টি ইউএনডিপি সৃজিত বেসরকারি বিদ্যালয়কে দুর্গম ও অনগ্রসর জনপদ বিবেচনায় জাতীয়করণ করার ঘোষণা প্রদান করা হয়েছে। যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রসর চিন্তার বহিঃপ্রকাশ।

শিক্ষকদের পদমর্যাদা বৃদ্ধিঃ শিক্ষার মান বৃদ্ধিকল্পে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণকে দ্বিতীয় শ্রেণির পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় বেতন স্কেল বৃদ্ধি করে মানসম্মত জীবন যাপনের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। সহকারী শিক্ষকদের বেতন দুই ধাপে উন্নীত করা হয়েছে।

প্রযুক্তিগত উন্নয়নঃ বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠন করতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া। এ পর্যন্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫৮,৯২৫টি ল্যাপটপ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি স্তরের শিক্ষা অফিস ও উপজেলা রিসোর্স সেন্টারসহ প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউটগুলো কম্পিউটার, ল্যান, ওয়াইফাই, ই-নথির ব্যবস্থাপনায় সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

ডিজিটাল কন্টেন্টঃ আইসিটি বিভাগের সহায়তায় প্রাথমিক শিক্ষায় ১ম-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ইন্টার-অ্যাকটিভ ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। অন লাইন ও ডিভিডির মাধ্যমে এই কন্টেন্ট স্কুল পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। ডিজিটাল ডিভাইস এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদানের জন্য পর্যায়ক্রমে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের কাজ চলছে।

শিখবে প্রতিটি শিশু কার্যক্রমঃ পিইডিপি-৩ এর একটি অন্যতম কম্পোনেন্ট শিখবে প্রতিটি শিশু (ECL)। ২০১২ থেকে এ পর্যন্ত এই কার্যক্রমে ৯২০টি স্কুল অন্তর্ভুক্ত। প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি শিশুকে শিখন শেখানো পদ্ধতিতে বাংলা ও গণিত বিষয়ে শিশুদের পাঠদান করা হয়।

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণঃ ২০০৯ জুন থেকে ২০১৭ পর্যন্ত ৪,৪৮,৬০৮জন শিক্ষককে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৮০০জন কর্মকর্তা ও ৫৮১৮৭ জন শিক্ষককে আইসিটি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে ৩,০৩১৩৪ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৪৯,৯৪০ জন শিক্ষক ও কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে।

বিদেশ প্রশিক্ষণঃ পিইডিপি-৩ কর্মসূচিতে ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০৫২জন শিক্ষক ও কর্মকর্তাকে বিদেশে শিক্ষা সফরে প্রেরণ করা হয়েছে। ২৩ জন কর্মকর্তা যুক্তরাজ্যে এক বছর মেয়াদী মাস্টার্সকোর্স সম্পন্ন করেছেন। এই অর্থবছরে ও শিক্ষক কর্মকর্তাকে মাস্টার্স ডিগ্রি প্রোগ্রামে প্রেরণ করা হবে। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একই চুক্তির আওতায় শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের মাস্টার্স ডিগ্রি প্রদান করা হচ্ছে।

ড্রপ আউট কমিয়ে আনাঃ ২০০৬ সালে ঝরে পড়ার হার ছিল ৫০.৫০% যা ২০১৭ সনে কমে ১৮ .৮% এ উন্নীত হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণের ফলে ঝরে পড়ার হার কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুভর্তি অগ্রগতিঃ ২০১৭ সালে Net Enrollment Rate (NER) ৯৭.৯৭। যা ২০০৫ সালে ছিল ৮৭.২০%। ২০১৭ সালে Net Intake Rate ৯৭.৯৩%, Co-efficient of Efficiency ৮১.৯০ এবং Year Inputs per Graduat ৬.১০। ২০১৭ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভর্তিকৃত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর সংখ্যা ৭৫,০২১ জন। (বালক ৪০,৮২০, বালিকা ৩৪,২০১জন)।

বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনঃ বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনের নিমিত্তে ১৫০০ বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প শতভাগ বাস্তবায়ন। ১৪৯৫টি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি স্কুলে ৫ জন শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি চালুকরণঃ ৫ বছর বয়সী শিশুদের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির লক্ষ্যে সকল বিদ্যালয়ে প্রাক প্রাথমিক শ্রেণি চালুকরণ, সমপরিমাণ শিক্ষকের পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ দান সম্পন্ন করা হয়েছে।

পিইডিপি-৩ কার্যক্রমঃ জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত এই কার্যক্রম চলমান। এই কর্মসূচিতে ১৮১৫৩.৮৮ কোটি টাকার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থবছর হতে সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, প্রাশিআ'র সাথে বিভাগীয় উপপরিচালক, বিভাগীয় উপপরিচালকের সাথে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও সুপারিনটেনডেন্ট পিটিআই, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারেরর সাথে উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং সুপারিনটেনডেন্ট পিটিআই এর সাথে উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের ইন্সট্রাক্টর এর সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত চুক্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দাপ্তরিক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হচ্ছে এবং লক্ষ্য অর্জনে জবাবদিহিতার ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে।

মিড ডে মিলঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুভর্তির হার বৃদ্ধিকরণ, উপস্থিতির হার বাড়ানো ঝরে পড়ার হার হ্রাসকরণ এবং শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে মিড ডে মিল চালু করার ব্যাপারে সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সমাজের বিত্তবান ব্যক্তি, ব্যবসায়ী ও শিক্ষার্থীদের বিত্তবান অভিভাবকদের আর্থিক সহায়তায় সকল বিদ্যালয়ে চালু হয়েছে। এছাড়া বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির অর্থায়নে পরিচালিত বরগুনা জেলাধীন বামনা উপজেলার ৬৫টি বিদ্যালয়ে ১০,৪২৭ জন এবং জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় ৩৬টি বিদ্যালয়ের ৫,৯৫০ জন শিক্ষার্থীর মাঝে পাইলটভিত্তিতে রান্না করা খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে স্থানীয় বিত্তবান ব্যক্তিবর্গ জনপ্রতিনিধি ও অভিভাবকদের সহযোগিতায় প্রতিটি স্কুলে মিড ডে মিল চালুর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ হচ্ছে।

স্কুল ফিডিংঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশু ভর্তির হার বৃদ্ধি, ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, ঝরে পড়ার প্রবণতা রোধ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদা পূরণকল্পে দারিদ্র-পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রকল্পটি ২০১০ সালের জুলাই মাসে শুধু দুটি (টুঙ্গীপাড়া ও কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ) উপজেলায় শুরু হয়। তখন মোট সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫৬,৬৩৫ জন। বর্তমানের ৯৩টি উপজেলার ২৮ লক্ষ ৭৮ হাজার শিশুর মধ্যে প্রতি স্কুল দিবসে উপস্থিতির ভিত্তিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে দৈনিক ৭৫ গ্রামে ফর্টিফাইড বিস্কুট বিতরণের কার্যক্রম চলমান আছে।

উপবৃত্তিঃ বর্তমান সরকার দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা ব্যতীত) শতভাগ শিক্ষার্থীকে রূপালী ব্যাংক শিওর ক্যাশের মাধ্যমে তাদের মা/অভিভাবকদের হিসাব নম্বরে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ২০০৬ সালে দেশের ৪৫% গরীব মেধাবী শিক্ষার্থীকে (সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা ব্যতীত) উপবৃত্তি প্রদান করা হতো। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ শিক্ষার্থীকে শতভাগ বৃত্তি প্রদানের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই শিক্ষাবর্ষে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার শতভাগ শিক্ষার্থী এই প্রকল্পের আওতায় আসবে।

বিদ্যালয় বহির্ভূত কর্মজীবীঃ সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দেশের সুবিধাবঞ্চিত, শহরের কর্মজীবী শিশু এবং ঝরে পড়া দরিদ্র শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে দেশের নির্বাচিত ১৪৮টি উপজেলায় ১,১৪০.২৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (২য় পর্যায়) প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতোমধ্যে ২৫টি উপজেলা থেকে প্রায় ৬১ হাজার শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষাচক্র শেষ করে সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় ১২৩টি উপজেলায় ১১,১৬২টি শিখনকেন্দ্রে ২ লক্ষ ৭৩ হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত আছে।

জন্মসূত্র বা বংশমর্যাদায় নয়, মানুষের মহত্ব কর্মে। কর্মই মানুষকে মানুষ করে, মহান করে, অমর করে।
[তথ্যসূত্র : কোয়ান্টাম কণিকা]

শিশুকল্যাণ ট্রাস্টঃ ২০০৮-২০০৯ সালে এর স্থায়ী আমানত ৯ কোটি ৯৮লাখ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২২ কোটি ৬৪ লাখ ৭০ হাজার টাকা হয়েছে। শিশু কল্যাণ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২০০৯ সালে ছিল ৭৩টি। তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে হয়েছে ২০৫টি। ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ২০০৯ সালে ছিল ১২০০০ জন, ২০১৭ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছেন ২৮ ,৫০০ জন। বৃত্তির তহবিল ২০০৮-২০০৯ তে ছিল ২ কোটি টাকা। ২০১৭ সালে তা ১৩ কোটি ৪ লক্ষ টাকা হয়েছে। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২০০৯ সালে ছিল ৪১ জন (প্রদানকৃত টাকা ০১,৫৩ ,৭০০) ২০১৭ সালে হয়েছে ১৫৪৬ জন (প্রদানকৃত টাকা ৮৬ ,৬২, ৩০০)।

সেকেন্ড চান্স এডুকেশনঃ ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী প্রায় ৩ লক্ষ ঝরে পড়া ও বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩ এর আওতায় সেকেন্ড চান্স এডুকেশন চলমান আছে। এ কর্মসূটি বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সেকেন্ড চান্স এডুকেশন বিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে। বর্তমানে বিদ্যালয় বহির্ভূত এবং ঝরে পড়া ৮-১৪ বছর বয়সী প্রায় ১.০০ লক্ষ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে পিইডিপি-৩ এর আওতায় সুনামগঞ্জ, সিলেট, কিশোরগঞ্জ, গাইবান্ধা, ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ ছয়টি জেলায় সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পাইলটিং করার সুপারিশ করা হয়েছে।

অভ্যাস গড়ে তোলাঃ প্রতিটি শিশুকে জীবন চলার পথে স্বাস্থ্য সচেতন করে গড়ে তুলতে 'হাত ধোওয়ার' মাধ্যমে অভ্যাস গড়ে তোলা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটি শিশু নিজেকে স্বাস্থ্য সচেতন করে তুলতে সক্ষমতা অর্জন করেছে।

নেতৃত্ব প্রদানঃ শিশুদের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানোর জন্য প্রত্যেক স্কুলে স্টুডেন্ট কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। গড়ে তোলা হয়েছে কাব দল। যা তাদের মানোবৃত্তি জগতে কর্মোদ্দীপনার সৃষ্টি করবে।

পরীক্ষা পদ্ধতিঃ পঞ্চম শ্রেণিতে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে। সারা দেশে আট সেট শতভাগ যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় এবং প্রতি বছর ৩১ ডিসেম্বরের পূর্বে এক সাথে ফলাফল ঘোষণা করা হয়। পাশের হার ৯৮%।

বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপঃ বস্তুগত শিক্ষার পাশাপাশি শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধন এবং নিজের মধ্যে ঐক্য ও প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলতে ২০১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোল্ডকাপ টুর্নামেন্ট এবং ২০১১ খ্রিস্টাব্দ থকে কন্যা শিশুদের জন্য বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুনন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ টুর্নামেন্ট চালু করা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী একক খেলায় সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপে ৬৪৬৮৮টি বিদ্যালয়ে ১০ ,৯৯ ,৬৯৬ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে এবং বঙ্গমাতা গোল্ডকাপে ৬৪,৩৮৩টি বিদ্যালয়ে ১০,৯৯,৬১১ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে।

পিইডিপি-৪ঃ পিইডিপি-১ থেকে পিইডিপি-৩ সফল বাস্তবায়নের পর ১লা জুলাই ২০১৮ থেকে পিইডিপি-৪ এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এই প্রোগ্রামে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৪০ হাজার কোটি টাকা (প্রায়)। যার ৮৩% জিওবির বরাদ্দ। নিজেদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দাতা সংস্থার প্রভাব মুক্ত থেকে স্বাধীনতা ভরে কাজ করার জন্য এই কর্মসূচি যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

ওয়াশব্লক নির্মাণঃ শিশুদের স্বাস্থ্য সচেতন করা ও মেয়ে শিশুদের পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি মাথায় রেখে আলাদা ওয়াশব্লক নির্মাণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষ চহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য আলাদা ব্যবস্থাপনা রয়েছে। ২০১৮ সাল পর্যন্ত ২৯৫০০টি ওয়াশব্লক নির্মাণ শেষ হয়েছে।

জীবনব্যাপী শিক্ষাঃ সর্বশেষ বিবিএস জরীপ অনুযায়ী দেশে সাক্ষরতার হার ৭২.৯% অর্থাৎ প্রায় ৩ কোটি মানুষ এখনো নিরক্ষর। এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠির জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ৪.১১ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৫০টি উপজেলায় ১৫-৪৫ বছর বয়সের ১৫ লক্ষ মানুষকে সাক্ষর করে তুলতে বিএলপি নামে নতুন একটি প্রকল্প করা হয়েছে।

ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন কোর্সঃ শিক্ষকদের গুণগত মান বৃদ্ধিকল্পে সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন কোর্সটি দেড় বছর মেয়াদে উন্নীত করে ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন কোর্স চালু করা হয়েছে।

উপসংহারঃ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'শিক্ষা মানুষের ভিতরের মানুষটিকে টেনে বের করে নিয়ে আসে'। শুধু জৈবিক প্রবৃত্তি ও দেহধারী একজন মানুষ প্রকৃত মানুষ হতে পারে না। তাই ভাতৃহরি বলেছেন 'বিদ্যাবিহীন পশু'। শিক্ষাই একজন জৈবিক দেহধারী মানুষকে সম্পদে পরিণত করে। এজন্য শিক্ষিত মানুষকে বলা হয় দ্বিজ বা দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণকারী। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এই সকল আয়োজন একজন প্রকৃত মানুষ গড়ে তোলার জন্য একটি সমৃদ্ধ দেশ দেওয়ার প্রত্যয়ে নিজেদের সম্পৃক্ত করা। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই অগ্রযাত্রার সামগ্রিক বিষয়ে প্রধান নির্দেশক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শিক্ষার প্রতি তার বিশেষ আনুকুল্য ও সুদৃষ্টি প্রাথমিক শিক্ষায় সাফল্য অর্জনে ক্ষমতা লাভ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতার মতে স্বপ্ন দেখেন দেশের প্রতিটি শিশু প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয় উঠবে। প্রাথমিক শিক্ষায় অগ্রগতি সাধিত হলে প্রতিটি মানুষ একদিন সম্পদে পরিণত হবে। তাহলেই গড়ে উঠবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সোনার বাংলা। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মীরা নিবেদিত প্রাণ হয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় তাই সকলের অগ্রগণ্য। আমাদের ঈর্ষণীয় সাফল্যে প্রধানমন্ত্রীর মুখ বিশ্বের দরবারে আরো আলোকোজ্জ্বল করে তুলবে বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

শাশ্বত সত্যবাণী যত বলা হয় তত তার মহিমা বাড়তে থাকে। যেভাবে একটি মোমবাতি থেকে আরেকটি মোমবাতি ধরালে আলোর দ্যুতি বাড়ে। [তথ্যসূত্র : কোয়ান্টাম কণিকা]

Implementing Status of Inclusive Education in Primary Schools of Bangladesh

তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমের একটি স্থির চিত্র।

সাত সদস্যের নেপ এর একটি গবেষণা দল উক্ত গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করেন। এ দলে জনাব মোঃ জহুরুল হক, বিশেষজ্ঞ (টিম লিডার) এবং জনাব এ.কে.এম মনিরুল হাসান, উপ-পরিচালক (মূল্যায়ন) ডেপুটি টিম লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। গবেষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মীর মোঃ আরিফুর রহমান, বিশেষজ্ঞ, জনাব দীপ্তি দেবী, সহকারী বিশেষজ্ঞ, জনাব মাজহারুল হক, সহকারী বিশেষজ্ঞ, জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, সহকারী বিশেষজ্ঞ এবং জনাব শামীয়া কবির, সহকারী বিশেষজ্ঞ।

ভূমিকা

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো একীভূত শিক্ষা। একীভূত শিক্ষার অর্থ হলো শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থী একই শিক্ষাক্রমের আওতায় একই ধরনের বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ লাভ করবে। একীভূত শিক্ষা- সংক্রান্ত প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় স্পেনের সালামাংকা শহরে ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে। এ সেমিনারে একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে প্রবেশ নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার মান নিশ্চিত করা সংক্রান্ত নীতিমালা গৃহীত হয়। পরবর্তীতে ২০০০ সালে সেনেগালের রাজধানী ডাকার সম্মেলনে শারীরিক ও মানসিকসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে অসমর্থ শিক্ষার্থীদের জাতিসংঘের মান অনুযায়ী সুযোগ সুবিধার সমতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইউনেস্কোর ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে শিক্ষা সংক্রান্ত প্রথম জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায় ২০০৩ সালে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে একীভূত শিক্ষার সংজ্ঞা এ সম্মেলনের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়। পরবর্তীতে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের (SDG) লক্ষ্যমাত্রা ৪-এ বর্ণিত হয়েছে, "Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all" প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পে (পিইডিপি) এ বিষয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পে (পিইডিপি-৪) এ সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে।

উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের অবস্থা নিরূপণ করা বর্তমান গবেষণার লক্ষ্য। গবেষণার জন্য নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারিত হয়েছিল:

- একীভূত শিক্ষা সম্পর্কে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের ধারণার বর্তমান অবস্থা নিরূপণ করা।
- শিক্ষকগণ একীভূত শিক্ষা বিষয়ে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা কীভাবে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করেন তা নিরূপণ করা।
- বিদ্যালয় অবকাঠামো কতটা একীভূত শিক্ষাবান্ধব তা নিরূপণ করা।

গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য গবেষণায় ৮টা বিভাগের ১০টি জেলার (ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে ২টি করে এবং অন্যান্য বিভাগ থেকে ১টি করে) প্রতিটি থেকে ৪টি বিদ্যালয় উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয়। প্রতিটি বিদ্যালয় থেকে ১টি শ্রেণি, ১০ জন শিক্ষার্থী, ৪ জন সহকারী শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টারের সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার এই গবেষণার জন্য উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয়। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সাহিত্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গবেষণার জন্য তিন ধরনের সাক্ষাতকারপত্র (প্রশ্নোত্তরিকা ও মতামত পত্রসহ), একটি শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ ছক এবং একটি বিদ্যালয় অবকাঠামো পর্যবেক্ষণ ছক ব্যবহার করা হয়েছে।

ফলাফল

১. বেশির ভাগ প্রধান শিক্ষকই একীভূত শিক্ষা বিষয়ক স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ পেলেও মাত্র ৫.৭% সহকারী শিক্ষক এ ধরনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। যদিও এই প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর ইতোমধ্যে দীর্ঘসময় অতিবাহিত হয়েছে। ফলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণ ব্যতীত উভয় ধরনের শিক্ষকই একীভূত শিক্ষার ধারণা আংশিকভাবে ব্যক্ত করতে পেরেছেন।

২. গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত অনুযায়ী, শ্রেণিকক্ষে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সাথে কীভাবে মিথস্ক্রিয়া করতে হবে সে বিয়য়ে শিক্ষকগণ অবগত নন এবং এ বিষয়ে তাদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

৩. ডিপিএড ডিগ্রীপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের মতে, এ ডিগ্রী একীভূত শিক্ষা বিষয়ক ধারণা পেতে সহায়তা করেছে।

৪. শিক্ষকগণ শ্রেণিতে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য আসন ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাস, পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে অগ্রগামী শিক্ষার্থীদের সাথে দলে বসানো, শিক্ষার্থীদের পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা ইত্যাদি ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন।

৫. বিদ্যালয়গুলো উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক উপকরণ (যেমন-হুইল চেয়ার, ম্যাগনিফাইং গ্লাস (Magnifying glass), চশমা, আই চার্ট (Eye chart) ইত্যাদি) পেয়ে থাকেন। প্রয়োজনে স্লিপ ফান্ড থেকেও সহায়ক উপকরণ ক্রয় করা হয় বলে প্রধান শিক্ষকগণ জানিয়েছেন।

৬. শ্রেণি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, অর্ধেক শ্রেণিকক্ষে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী পাঠ পরিকল্পনা তৈরি ও ব্যবহার হচ্ছে, যদিও ৮৫% শিক্ষক একীভূত শিখন পরিবেশে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ইতিবাচক মনোভাবের কথা বলেছেন।

৭. অধিকাংশ শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে দলীয় ও জোড়ায় কাজ করান না। তাছাড়া, শ্রবণ ও দর্শন উপযোগী শিক্ষা উপকরণ শুধুমাত্র ২৩% শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত হয়েছে।

৮. অধিকাংশ বিদ্যালয়ই (৭৩%) সংযোগ সড়কের দ্বারা প্রধান সড়কের সাথে ভালভাবে সংযুক্ত যা হুইল চেয়ার চলাচলের উপযোগী, তবে অন্যান্য বিদ্যালয়গুলোর সংযোগ সড়কসমূহের অবস্থা ততোটা ভালো নয়।

৯. ৫৮% বিদ্যালয়ের র‍্যাম্প শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারে; অন্যান্য বিদ্যালয়ের র‍্যাম্পের অবস্থা তেমন ভালো নয়। এখানে উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ২/৩টি ভবন থাকলেও কেবল প্রধান ভবনটিতেই র‍্যাম্প রয়েছে। এছাড়া বিদ্যালয় ভবনগুলো দোতলা কিংবা তিন তলা বিশিষ্ট হলেও সেখানে উঠার জন্য কোন লিফ্ট কিংবা র‍্যাম্প নেই।

১০. অধিকাংশ বিদ্যালয়ের (৮৪%) শ্রেণিকক্ষ ছেলে এবং মেয়ে শিক্ষার্থীদের একই সারিতে বসানোর মত যথেষ্ট প্রশস্ত নয়।

১১. প্রায় অর্ধেক (৪৯%) বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের দলগত কাজ করানোর মতো যথেষ্ট আসবাবপত্র (টেবিল চেয়ার ইত্যাদি) রয়েছে এবং শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা দলে বসেছিল। তবে এখানে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো শারীরিকভাবে সমস্যাগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের বসার উপযোগী ব্যবস্থা শ্রেণিকক্ষে ছিল না।

১২. অধিকাংশ নমুনা বিদ্যালয়ের (৮৪%) অবকাঠামো শারীরিকভাবে সমস্যাগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের খেলাধূলার উপযোগী ছিল না। অনুরূপভাবে উক্ত বিদ্যালয়সমূহে শারীরিকভাবে সমস্যাগ্রস্ত শিক্ষার্থীসহ অন্যান্য শিক্ষার্থীদের খেলাধু লার উপযোগী সামগ্রী ছিল না।

১৩. সকল বিদ্যালয়ে ওয়াশব্লক থাকলেও শারীরিকভাবে সমস্যাগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের হুইল চেয়ার নিয়ে সেখানে ওঠার মত ব্যবস্থা না থাকায় সেটি তাদের ব্যবহার উপযোগী ছিল না।

সুপারিশসমূহ :

১. একীভূত শিক্ষার সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের এ বিষয়ে কার্যকর প্রশিক্ষণ দিতে হবে। পাশাপাশি একাডেমিক সুপারভিশনের জন্য অফিসারদেরও একীভূত শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। এজন্য সরকারের কম সময়ের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী পরিল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২. প্রধান শিক্ষকগণের মতে, একীভূত শিখন পরিবেশ তৈরির জন্য অভিভাবকদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উঠান বৈঠক, মা সমাবেশ, হোম ভিজিট ইত্যাদির মাধ্যমে অভিভাবকদের এ বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

৩. শ্রেণিতে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য আসন ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাস, পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের অগ্রগামী শিক্ষার্থীদের সাথে গ্রুপে বসানো, শিক্ষার্থীদের পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা ইত্যাদি ব্যবস্থাগুলো আরো জোরদার করতে হবে।

৪. সফল একীভূতকরণের জন্য যে ফ্যাক্টরগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে সেগুলো হলো: পিছিয়ে পড়া এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সাথে আন্তরিকতার সাথে ভাব বিনিময়, একত্রে পড়তে দেয়া, একত্রে খেলতে দেয়া, সহানুভূতি প্রদর্শন, জোড়া ও দলীয় কাজ প্রদান ইত্যাদি। তাই এ বিষয়গুলো একাডেমিক সুপারভিশন ও মনিটরিং এ অন্তর্ভুক্ত করে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক উপকরণ উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে প্রতি বছর চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। এছাড়াও একীভূত শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন শিক্ষা সহায়ক উপকরণ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শক্রমে তৈরি ও বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং শ্রেণিকক্ষে প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে একাডেমিক সুপারভিশন কার্যক্রম জোরদার করা দরকার।

৬. একীভূত শ্রেণিকক্ষ উপযোগী শিখন-শেখানো কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সকল শিক্ষার্থীর কথা বিবেচনা করে পাঠ পরিকল্পনা তৈরি ও সে অনুযায়ী শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

৭. প্রতিটি বিদ্যালয়ে পিইডিপি এর মত দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পের আওতায় পর্যায়ক্রমে শারীরিকভাবে সমস্যাগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের উপযোগী ভবন ও শ্রেণিকক্ষ, আসবাবপত্র, খেলাধূলার কক্ষ এবং খেলার উপযোগী মাঠ নির্মাণ করতে হবে।

৮. শারীরিকভাবে সমস্যাগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের সুবিধা উপযোগী আসন বিন্যাস নিশ্চিত করতে হবে।

৯. পর্যায়ক্রমে প্রতিটি বিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়ে শিশু এবং ব্যবহার উপযোগী আলাদা দরজা বিশিষ্ট ওয়াশব্লক নির্মাণ করতে হবে।

১০. প্রতিটি বিদ্যালয়ের র‍্যাম্প এবং সংযোগ সড়কগুলো হুইল চেয়ার চলাচলের উপযোগী করতে হবে।

১১. শারীরিকভাবে সমস্যাগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের সুযোগ দানের জন্য প্রয়োজনে নির্দিষ্ট ক্লাসগুলো বিদ্যালয়ের নিচতলায় স্থানান্তর করতে হবে।

Title of the Research: Identifying the Reading Ability (Bangla and English) of Class Four Students of Government Primary Schools in Bangladesh

গবেষণা তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমের একটি স্থির চিত্র।

NAPE is mainly a training and research institution in the field of primary education. In the fiscal year 2017-18, two researches namely Identifying the Reading Ability (Bangla and English) of Class Four Students of Government Primary Schools in Bangladesh and Implementing status of Inclusive Education in Primary Schools of Bangladesh were completed by NAPE faculty members. The Bangla subject part of mentioned first one is conducted by Ms. Shelley Dutta, Specialist, Mr. Abu Hares, Specialist, Mr. Dilip Kumar Sarker, programmer, Ms. Monoara Begum, Assistant specialist and Dr. Rabiul Islam, Assistant Specialist and the English subject part of the same one is conducted by Assistant Specialist Md. Nazrul Islam, Md. Abu Baker SiddiK and Muhammad Salahuddin. Dr. Arefina Begum, Senior Specialist and and Md. Nazrul Islam, Assistant specialist were team leader and deputy team leader respectively of this research. Mainly this study was followed the quantitative research design. Here the researchers used individual achievement test to identify the students' learning level on English reading segment and class observation and respective teachers were interviewed and focus group discussion were done to correlate amongst the Collected data. The following findings and recommendations have been come up through this team's attempt:

1. More than 70% students could match words with their pictures.
2. In case of matching words with pictures, the performance of rural and urban students was almost similar.
3. In case of matching maximum five words with their pictures, the performance of the students of Rangpur division was the best of the other division students.
4. More than 50% students could match sentences with their pictures.
5. More than 60% students corrected exact meaning multiple choice questions.
6. Performance of boys in correcting multiple choice questions is a little better than girls.
7. The students performed a little bit higher in correcting exact meaning MCQ items than inferred meaning MCQ items.
8. Maximum 50% students of Mymensingh division performed better in correcting MCQ items than the students of other divisions.
9. Maximum 67.5% students of class Four could correctly identify the six days of weeks.
10. Less than 40% students of all divisions could read text book sentences with proper and understandable pronunciation.
11. Maximum 45% students of all divisions could read a text from English for Today Book four with understandable pronunciation.
12. Less than 50% students of all divisions could read beyond the English for Today Text Book sentences with understandable pronunciation, stress and intonation.
13. Maximum 30% students could read text beyond the English for Today text Book four.
14. Maximum 47% students could do/show or carry out the instructions those are cited in the English for Today Text Book four.
15. Only 27.3% and 30% urban and rural English teachers respectively have Higher Secondary Certificate.
16. 36.4% urban teachers have graduation and master's degree. On the other hand 40% and 30% rural teachers have graduation and master's degree respectively.
17. 48% teachers had up to 2 years teaching experience while 43% teachers had more than four years experience. Only 9% teachers had more than 2 years but less than 4 years teaching experiences.
18. 97% teachers had 2 years English teaching experiences in class Four.
19. 81% teachers had 1 year long term certificate in Education Training(C-in-Ed). Only 14.30% and 4.80% teachers had B.Ed and DPEd training respectively.
20. 46.20% urban and 53.8% rural teachers opined that Subject based training had played a good role in Teaching English in class four whereas 62.5% urban and 37.50% rural teachers opined negatively.
21. 85% teachers opined that they were satisfied on an average on subject based Training on English whereas only 15% were fully satisfied.
22. The teachers had preparation and they were wellknown in subject knowledge. The teachers were familier in using teaching aids, providing instructions, motivating students toward learning English and teacher were able to engage

students actively and assessment of students learning was good.

Recommendations :

1. Students have to be supported using varieties of techniques and joyful activities for reading aloud providing English For Today texts and also beyond the English For Today texts.
2. Teacher should have to provide opportunity to read silently and practise inferred meaning questions and answers in the classroom.
3. Teachers should provide ample opportunity to practise the instructions in life-like situation.
4. English Subject based Training programme should be reformed and revised.
5. Enough hands-on-practice have to be ensured in professional English Training

বাংলা বিষয়ের উপর পরিচালিত গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশ

ফলাফল

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যসমূহের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ফলাফল পাওয়া যায়।
প্রথমত, সার্বিকভাবে পাঁচটি দক্ষতার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

- পাঠ্যপুস্তক থেকে প্রদত্ত শব্দসমূহের পঠন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অর্জিত স্কোর ৭৩.২১% ।
- পাঠ্যপুস্তক থেকে প্রদত্ত বাক্যসমূহের পঠন দক্ষতায় শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত স্কোর ৪৮.৯৩% ।
- পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত প্রদত্ত বাক্যসমূহের পঠন দক্ষতায় শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত স্কোর ৪৭.০০% ।
- পাঠ্যপুস্তক থেকে প্রদত্ত কবিতার পঠন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অর্জিত স্কোর ৭৬.৯৬% ।
- পাঠ্যপুস্তক থেকে প্রদত্ত কবিতা পাঠের অনুধাবন দক্ষতায় শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত স্কোর ৬৬.৯৬%

দ্বিতীয়ত, পঠন মূল্যায়নকালে লক্ষ্য করা যায় যে, চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অনেকেই এখনও যুক্তাক্ষর চিনতে সক্ষম নয়। ফলে তারা স্বাভাবিক গতিতে বাক্যসমূহ পাঠ করতে পারে না। ফলে পঠনের জন্য যুক্তাক্ষর শেখানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক সাক্ষাৎকারে একজন শিক্ষক জানান যে, অনেক শ্রেণি শিক্ষক নিজে যুক্তাক্ষর বোঝেন না। তাই এ বিষয়ে তারা শিক্ষার্থীদের যুক্তাক্ষর বিশ্লেষণ করে শেখানোর চেষ্টা করেন না।
শ্রেণি পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, কিছু শিক্ষক শব্দের উচ্চারণ, বানান ও অর্থ বোর্ডে লিখে দেখালেও অনেক শিক্ষক এ জাতীয় অনুশীলন করান না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, পর্যবেক্ষণকৃত পাঠে শিক্ষক এমন সব কার্যক্রম করে থাকেন, যা জোড়া অন্যান্য দিনের নিয়মিত পাঠে গ্রহণ করেন না। শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া থেকে তা অনুমান করা যায়। এ ছাড়াও ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন এর মাধ্যমে অনুরূপ তথ্য পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, একজন শিক্ষার্থী (F7G3) বলে, "মিস প্রথমে নাম ডাকে, পরে বই খুলতে বলে এবং পড়তে বলে"। এতে বোঝা যায় যে, শিক্ষক গতানুগতিকভাবে শ্রেণিতে পাঠ দিয়ে থাকেন।
ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসন এর মাধ্যমে জানা যায় যে, শিক্ষার্থীদের বাংলা পড়তে ভাল লাগে কারণ এটা তাদের মায়ের ভাষা। এ ভাষায় গল্প, ছড়া ও কবিতা পড়তে তাদের আনন্দ লাগে। অন্য একজন শিক্ষার্থীর (F5G5) মতে, "আমাদের স্যার এত সুন্দর করে কবিতা বলেন যে, আমার খুব মজা লাগে।"

৫.২ সুপারিশমালা

- প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণিতে সকল শিক্ষার্থীর বর্ণমালা চেনার দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা করা দরকার।
- পাঠের মধ্যে যুক্তাক্ষরের শব্দ থাকলে সেগুলোর উচ্চারণে শিক্ষকের বিশেষ নজর দেয়া দরকার।
- যুক্তাক্ষর শেখানোর জন্য শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার।
- বিদ্যালয়ের রুটিনে সময় বাড়ানো ও শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি করা দরকার।
- প্রত্যেক বিদ্যালয়ে সাপ্লিমেন্টারি রিডিং ম্যাটেরিয়ালস সরবরাহ ও সেগুলোর প্রায়োগিক ব্যবহার করা দরকার।
- ফরমেটিভ মূল্যায়ন ব্যবস্থায় বেশি করে পঠন যাচাই করা উচিত।
- এখনও অনেক বিদ্যালয়ে আধুনিক পাঠদান পদ্ধতির চালু হয়নি। সেখানে দ্রুত আধুনিক পদ্ধতিতে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা করা দরকার।
- গল্প, ছড়া ও কবিতা পাঠে রসবোধের ব্যবস্থা দরকার।

পঠনের জন্য যুক্তাক্ষর শেখানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকদের শ্রেণি শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করার সময় এ বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এ ব্যাপারে শিক্ষকদের সীমাবদ্ধতা থাকলে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তা দূরীকরণ করতে হবে। কারণ শিক্ষার্থীদের যথার্থ শিখনকে প্রাধান্য দিতে হবে সর্বাগ্রে। যেহেতু আমাদের শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষা বাংলা, সেহেতু বাংলায় ছাপানো শ্রেণি উপযোগী ও সমমান সম্পন্ন সাপ্লিমেন্টারি রিডিং ম্যাটেরিয়ালস পঠনের মাধ্যমে তারা তাদের পঠন দক্ষতা বৃদ্ধি করার সুযোগ পায়। কারণ শিক্ষাথীদের বাংলা পড়তে ভালো লাগে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে এসআরএম এর সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা দরকার। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে সকল শিক্ষার্থীর বর্ণমালা চেনার দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা করতে পারলে এ কাজটি আরো সহজ হবে যা গবেষকগণেরও একান্ত প্রত্যাশা।
প্রতিটি বিদ্যালয়ে আধুনিক শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতি চালু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যেখানে শিখন শেখানো কার্যক্রম ব্যবস্থায় থাকবে আনন্দদায়ক ও শিশু শিখন সহায়ক পরিবেশ। তারা শিখতে আনন্দ পাবে, পড়তে আনন্দ পাবে।

জনাব শাহনাজ নূরুন নাহার এর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (চলতি দায়িত্ব) হিসেবে যোগদান

জনাব শাহনাজ নূরুন্ নাহার গত ১০/০৪/২০০৭ সনে সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হিসেবে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহে যোগদান করেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২৩ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে তাকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (চলতি দায়িত্ব) পদে পদায়ন করায় তিনি গত ২৬ আগস্ট ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (চলতি দায়িত্ব) পদে যোগদান করেন। তিনি ০৫ অক্টোবর ১৯৭৩ সনে ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়ীয়া উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৮ সনে ফুলবাড়ীয়া পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় হতে এস.এস.সি, ১৯৯০ সনে মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ হতে এইচ.এস.সি এবং পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.এস.এস (সম্মান) ও এম.এস.এস (রাষ্ট্র বিজ্ঞান) ডিগ্রি লাভ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুই পুত্র সন্তানের জননী।

ভিন্ন আঙ্গিকে নব-নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষকদের ওরিয়েন্টেশন ও গ্রন্থপাঠ অনুষ্ঠান

শওকত আলী খান হিরণ
সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, পটুয়াখালী সদর

সভাপতি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব লতিফা জান্নাতী, পটুয়াখালী সদর।

পটুয়াখালী সদর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ২০১৮ সালে নবনিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষকদের ওরিয়েন্টেশন ও গ্রন্থপাঠ চারু-কারুকলা, শিক্ষা সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কুইজ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। নবতর এই আয়োজনটি ছিল উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব লতিফা জান্নাতী এর ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. শওকত আলী খান এর পরিকল্পনা। গত ৪ নভেম্বর '১৮ সকাল ৯টায় সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব লতিফা জান্নাতীর সভাপতিত্বে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার জনাব সাগরিকা রাহা, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার জনাব মোসাঃ শিরিন আকতার ও জনাব মো. মাছুম বিল্লাহ। উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন বিদ্যালয়ের স্বনামধন্য প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকবৃন্দ। নবনিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকবৃন্দ আবুল মোমেন এর 'জিয়নকাঠী', 'প্রাণবন্ত শিক্ষার সন্ধানে' পাঠ শেষে পর্যালোচনা লিখে নিয়ে আসেন। শিক্ষকবৃন্দ যে প্রশ্নের উত্তর লিখে নিয়ে আসেন তা হল 'শিশু' অধ্যায়ের কোন কোন বিষয় আপনার ভালো লেগেছে এবং কেন তা লিখুন? 'স্কুল' অধ্যায়ের সারমর্ম লিখুন। আপনার জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে 'সংস্কৃতি' অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর তুলনামূলক বিশ্লেষণ লিখুন। এই গ্রন্থের বিষয়জ্ঞান আপনার শিক্ষকতা জীবনে কীভাবে প্রয়োগ করবেন তা বর্ণনা করুন।

নবনিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকবৃন্দ উপকরণ তৈরিতে নিয়োজিত।

ওরিয়েন্টেশন স্থলে শিক্ষা বিষয়ক বই এর একটি স্টল ও শিক্ষা উপকরণের একটি স্টল ছিলো। শিক্ষকবৃন্দ শুরুতেই চারু ও কারুকলা সম্পর্কীয় বিভিন্ন জিনিস তৈরি করেন। সারাদিনে শিক্ষক যোগ্যতা ও এর স্বঅনুচিন্তন ফরম পূরণ করেন। শিক্ষক সংস্করণ, শিক্ষক সহায়িকা ও শিক্ষক নির্দেশিকা পরিচিতি এবং একটি প্রদর্শনী পাঠ পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা ছিল।

অংশগ্রহণকারী ৩৯ জন শিক্ষক বক্তৃতা, গান, কবিতা আবৃত্তি, ক্যুইজ, কৌতুক ইত্যাদি বিষয়ে অংশগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের একটি ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয় ও এ বিষয়ে শিক্ষকবৃন্দ ক্যুইজে অংশ নেন এবং 'আমি তোমাদেরই লোক' শিরোনামে জাতির জনকের একটি বক্তৃতা উপস্থাপন করা হয়। বিরতির সময়ে প্রাথমিক শিক্ষার তেরোটি গান বাজানো হয়।

অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ী তিনজন গ্রন্থ পর্যালোচক, তিনজন চারু ও কারু শিল্পী, একজন সংগীত শিল্পী, একজন আবৃত্তি শিল্পী, সেরা বক্তা, সেরা কৌতুক উপস্থাপনকারী ও সবচেয়ে স্মার্ট শিক্ষককে বইসহ শো-পিস দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়।

এক নজরে প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রমের তথ্যাবলি

নেপ প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগীয় বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও নবতর ধ্যান ধারণা বিস্তরণের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। বিগত (জুলাই-ডিসেম্বর) ২০১৮খ্রিঃ পর্যন্ত রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে সম্পন্নকৃত প্রশিক্ষণ বিবরণ।

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ/কর্মশালার নাম	খাত	ব্যাচ সংখ্যা	মেয়াদ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০১	নবনিযুক্ত প্রধান শিক্ষকদের ওরিয়েন্টেশন কোর্স	রাজস্ব	৬	১৪ জুলাই-২৯ অক্টো: ২০১৮	২৪০ জন
০২	সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারগণের সুশাসন, আইসিটি ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	রাজস্ব	১	৩ নভে:- ৭ নভে:, ২০১৮	২৭ জন
০৩	পদোন্নতিপ্রাপ্ত ইউআরসি ইন্সট্রাক্টরগণের অফিস ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	রাজস্ব	১	৩ নভে:- ৭ নভে:, ২০১৮	৩০ জন
০৪	প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	রাজস্ব	১	১০ নভে:- ২৪ ডিসে:, ২০১৮	৪০ জন
০৫	পিটিআই সুপারিনটেনডেন্টগণের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পিটিআই ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ	রাজস্ব	২	১৪ নভে:- ১৬ নভে:, ২০১৮	৬৬ জন
০৬	▪ Title of the Research: Identifying the Reading Ability (Bangla and English) of Class Four Students of Government Primary Schools in Bangladesh ▪ Implementing Status of Inclusive Education in Primary Schools of Bangladesh	রাজস্ব	২	২০১৭-২০১৮ অর্থবছর	
০৭	জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন	রাজস্ব	২	১৫ আগস্ট ২০১৮ ১৬ ডিসেম্বর ২০১৮	

ডিপিএড/সিইনএড কার্যক্রম

১। ডিপিএড কোর্সে ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষা ২০১৭ এর ফলাফল গত ০৮ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিঃ তারিখ প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল। ১১৫২৩ জন। তন্মধ্যে ১১,১৭৩ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। পাশের হার ৯৬.৯৬%

২। ডিপিএড ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষের চূড়ান্ত লিখিত পরীক্ষা ডিসেম্বর ২০১৮ সালে সম্পন্ন হয়েছে। এতে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১২২২১। তাদের নিজ বিদ্যালয়ে চতুর্থ টার্মের কার্যক্রম চলমান।

৩। ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে ডিপিএড কোর্সে ০৮টি পিটিআইয়ে ডাবল শিফ্‌টসহ অনলাইন ভর্তি বিজ্ঞপ্তি ০৪ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট আসন সংখ্যা ১৫০০০ (পনেরো হাজার)

৪। সিইনএড জানুয়ারি-ডিসেম্বর -২০১৮ শিক্ষাবর্ষের ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, জয়দেবপুর, কুমিল্লা, সিলেট, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, যশোর, সাগরদী ও হাজী কাশেম আলী বেসরকারি পিটিআই, মুক্তাগাছা ময়মনসিংহসহ মোট ১১টি পিটিআইয়ে চূড়ান্ত পরীক্ষা ডিসেম্বর ২০১৮ সালে সম্পন্ন হয়েছে। এতে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৫৬৬ জন। তাদের উত্তরপত্র মূল্যায়ন কাজ চলমান।

৫। জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৯ শিক্ষাবর্ষে সিইনএড কোর্সে ০৫টি পিটিআইয়ে (ফরিদপুর, বগুড়া, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও আলীগঞ্জ পিটিআই, চাঁদপুর) ভর্তি বিজ্ঞপ্তি ০৬ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।

Web : www.nape.gov.bd, E-mail : napebarta@gmail.com
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)-এর ভাষা অনুষদ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত

মুদ্রণ : কোরায়শী প্রাঙ্গণ, ময়মনসিংহ।
ফোন : ০৯১ ৬৪০০১, মোবাইল : ০১৭১১ ১৭১ ৬৭৩